এই ক্রান্তিকালেও
ভারত বিরোধিতা কেন?

-বিপ্লব

একটা দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন। জনমানস আজ আছে তো কাল থাকবে কি না জানে না। কিন্ত ভারত বিরোধিতায় ছেদ নাই- বোমাবাজি নাকি 'র' এর কাজ। জনাব মোইউদ্দিন আমাকে লিখছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের অভিযোগ নাকি বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার! বাংলাদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলে নাকি, বাংলাদেশের বাজার দখল করা সহজ হবে! মোইউদ্দীনের কথায় সন্ত্রাসবাদতো আন্তর্জাতিক সমস্যা। বোমতো ভারত আর বৃটেনেও পড়ছে।

সমস্যাটা সেখানেই। বুদ্ধদেব কি বলছেন একটু লক্ষ্য করুন। উনিও বলছেন সমস্যাটা আন্তর্জাতিক। তাই সমাধানটাও হোক আন্তর্জাতিক। মানে চাই দুই দেশের সহযোগিতা। কিন্ত ভারতীয় গোয়েন্দাদের খবর অনুযায়ী, আল কাইদার ঘাঁটি বাংলাদেশেই। উনি বলছেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রীর সাথে ৫৫ মিনিট ক থা বললাম, সন্ত্রাসবাদের কথা উনি তুলতেই দিলেন না। সন্ত্রাসবাদীদের টেলিফোন, বাড়ীর নাম্বার দিতে চাইলে সেটাও নিতে চায় না। কার্যতই বুদ্ধদেব বাবু বেগম জিয়ার উপর হতাশ। এবং বলছেন সর্ষেতেই ভুত- মানে বেগম জিয়া এই সন্ত্রাসবাদী নন্দী ভৃঙ্গীদের উপর নির্ভরশীল।

এবার আসি ভারত বিরোধিতায়। বাংলাদেশের ৯০% লোক মনে করে ভারত হচ্ছে জল-জল্লাদ। গ্রীষ্মে শুকিয়ে মারে, বর্ষায় ডুবিয়ে মারে। আমি এদের গৃষ্মের পশ্চিমবঙ্গে আমন্ত্রন জানাচ্ছি। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ ব্রীজের কাছে হাঁটু জলের গঙ্গা বইছে। এপার ওপার করতে তিনটি চরা। বর্ষায় আসুন তাহলে। মালদা থেকে মেদিনীপুর জলের তলায়।

ওরে ভাইরে মানুষের সীমাহীন লোভ গ্রাম বাংলার ছোট ছোট নদীদের কোতল করেছে। সেই নদীরা যারা প্রকৃতির নিয়মে তৈরী হয়েছে বন্যার জল ধরে রাখার জন্য। জলে খাড়ী পেতে মাছ ধরছে, সেচের জল নিষ্কাসনে , নদীগুলি পলিতে বুঁজে গেছে। আমার বাড়ীর সামনে ছিল খরে নদী। কৌশরে বর্ষায় ঘন্টার পর ঘন্টা নদীতে সাঁতার কেটেছি। আজ সেই নদী শুধুই স্মৃতি! মরা সাপের মতন শুয়ে থাকা বিল। বর্ষার জল কোথায় যাবে বলুন-আগে খরে হয়ে জলঙ্গীতে নিকাশ হত, এখন মানুষদের বানভাসি করছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ। নদীগুলির সংস্কার না করলে, আল্লার বাপ বা কৃষ্ণের বিশ্বরূপও আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

তারপরে কাঁটাতারের বেড়া।১৯৮০-৯০ য়ে রাত্রিতে বন্দুক হাতে নিয়ে আমাদের নাইট গার্ড পার্টিতে সুরক্ষা দিতে হত। সীমান্ত এলাকায় ডাকাতরা

উভয়দেশের ভোটার। এমন কোন রাত যেত না, যেদিন ডাকাতি হত না। ডাকাতি করে দুস্কৃতীরা বাংলাদেশে পালাত। পৃথিবীতেতো একটা মশারও আত্মরক্ষার করার অধিকার আছে। নেই শুধু আমাদের? থানার কাছে আমাদের স্কুল ছিল, কত লাশ দেখেছি শুধু আমরাই জানি। ডাকাতদের বাংলাদেশে পালাতে দিতে হবে এটা কি ধরনের আবদার?

তারপরে চক্রান্তের তত্ত্ব । সম্রাজ্যবাদী ভারত বাংলাদেশের বাজারের দখল করতে চাই। তাই বাংলাদেশকে দূর্বল করতে চর লাগিয়েছে। ধরছি রিলায়েন্স বাংলাদেশের বাজার দখল করতে চায়। এই যে বোমাবাজী হল, এতেতো বাজার বসার আগেই উঠে যাবে। আরে বাবা বাজারের প্রথম শর্তই হল ক্রেতার পকেটে টাকা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। বাংলাদেশের দূর্ভাগ্য যে টাটা বিরলাও, বাংলাদেশের বাজারে আশা রাখতে পারছে না। আদম প্রেমজীতো সিকিওরিটি নেই বলে বাংলাদেশে গেলেন না। উইপ্র, ইনফোসিসরা বাংলাদেশে গেলে ঢাকার সফটওয়ার শিল্পে জোয়ার আসত। পৃথিবীর যাবতীয় সফটওয়ার কোম্পানীর হৃতপিন্ড এখন ভারত। ঢাকা এই সুযোগটা নিতে পারত। বোমাবাজীর দোলতে সেটাও সূদূর পরাহত।

ভারত বিরোধিতা আসলে বাংলাদেশের অস্তিত্বের সংকট। ১৯৮০-৯৫ য়ে পুঁজি পশ্চিমবঙ্গ ছেরে, বোম্বাই মুখী হয়। অস্তিত্বের সংকটে ভুগে, দিল্লীর দিকে কাগুছে তোপ ছারত কোলকাতা। তাতে সমস্যা মেটে নি। বুদ্ধদেব বাবু এলেন, কোলকাতাতেও শিল্প ফিরে এল। এখন আনন্দ বাজার পরুন, দেখবেন বঙ্গজ মার্ক্সবাদীরা আর দিল্লীগামী তোপ ছারছেন না-বরং বুক ফুলিয়ে বলছেন আমরা মুম্বাইকে টেক্কা দিচ্ছি।

আতিথেয়তা ছারা বাংলাদেশের গর্ব করার কি আছে বলুন? দেশ দারিদ্রের অনন্ত চক্রে (vicious circle of poverty). মানে দারিদ্র দেশকে আরো গরীব করছে। বাংলাদেশে চাই একজন মনমোহন সিং যিনি দেশের শীরা-উপশীরায় রক্ত সঞ্চালন করবেন। শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া, কে নিজের কৃতিত্বে প্রতিষ্টিত বলবেন? সবইতো বাপ আর বরের দয়ায়। দেশ শাসনের প্রতিভা এদের আছে? এই দুই অপদার্থ মহিলা একে ওপরের আঁচল ধরে টানছেন-বেয়াব্রু হচ্ছে বাংলা। মনমোহনের পিতা চাষী ছিলেন, সিংজী রাস্তার আলোয় পরাশোনা করে কেম ব্রীজ থেকে ডক্টরেট করেছেন। আবদুল কালাম জেলের ছেলে-পেপার ফেরি করতেন। তিনিই কালক্রমে হলেন নব্য ভারতের নতুন বিজ্ঞান সেনাপতি। এখন প্রেসিডেন্ট। কালাম/সিং এর সাথে, হাসিনা/জিয়ার পার্থক্য হচ্ছে ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে আসল পার্থক্য।

বাংলাদেশে কি মনমোহন/কালাম নেই? নিশ্চয় আছেন। এই দুই মহিলাকে বিদায় করে, তাদের বসান। নইলে সোনার বাংলা পুড়ছে-পুড়বে। এবং এখানেও ইরানীয় ইসলামিক গনতন্ত্র কায়েম হবে। যেখানে জনাব মইউদ্দিনের মত নরম মুসলীমদেরও স্থান হবে কারাগারে। জনাবরা সেটা কোন কালে বুঝবেন?

-বিপ্লব।